বাংলাদেশ খ্রিস্টান ফেলোশিপ অব অস্ট্রেলিয়া

প্রশান্ত কুমার জ্যাম্বল এর সংবর্ধনা

সিডনীতে বাংলাদেশীদের স্থায়ী বসবাসের ইতিহাস অর্ধশত বছরেরও কম। যে গুটি কয়েকজন প্রশস্ত স্বপ্ন নিয়ে প্রশান্ত পাড়ের বহুজাতিক মাটিতে দ্বিতীয় আবাস গড়ার প্রথম ভিত রচনা করেছিলেন- প্রশান্ত কুমার জ্যাম্বল তাদের একজন। বৃহত্তর ময়মনসিংহের নলচাপড়া গ্রামে ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহন করেন। বিরিসিড়ি স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং করাচী নার্সিং কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৭৬ সালে সপরিবারে এদেশে আগমন করেন। অত্যন্ত অতিথি পরায়ণ ও পরোপকারী মি: জ্যাম্বল এবং তার পরিবার। ফলে প্রবাসে এসে যখনই কেউ কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়েছেন তখনই সপরিবারে এগিয়ে এসে তাকে সাহায্য করেছেন। তার এই মহানুভবতার কারণে অল্প দিনেই হলেন সকলের পরিচিত মুখ, প্রিয়ভাজন। নিজ যোগ্যতায় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার সহ সভাপতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদেও দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ খ্রিস্টান ফেলোশিপ অব অস্ট্রেলিয়ার গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তাও তিনি। ফেলোশিপের কোনো কার্যকরী পদে অধিষ্ঠিত না হয়েও সংগঠনের উন্নতিকল্পে তিনি সব সময়ই একজন অগ্রণী সদস্য। সংগঠনের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসার ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ খ্রিস্টান ফেলোশিপ অব অস্ট্রেলিয়ার মিঃ প্রশান্ত কুমার জ্যাম্বেল কে বিশেষ সংবর্ধণা প্রদান করে। ২৫শে এপ্রিল রকডেল ইউনাটিং চার্চ হলে পক্ষ থেকে এই সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে সংগঠনের সকল সদস্যসহ মিঃ জ্যাম্বেল এর অনেক গুণগ্রাহী ও প্রিয়জন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরুতে সাধারণ সম্পাদক ন্যান্সী লীনা ব্যারেল সমাগত সবাইকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ও ধন্যবাদ জানান এবং সভার পরবর্তী পর্বের দায়িত্ব জুলিয়েট রয় ও শিল্পী গমেজ'র উপর অর্পণ করেন। সংগঠনের সভাপতি এডওয়ার্ড অশোক অধিকারী উপস্থিত সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, মিঃ প্রশান্ত কুমার জ্যাম্বেল এ সংগঠনের একজন উদ্যোক্তা এবং তিনি

সংগঠনের সকল ক্রান্তিকালে আমাদের সাথে একাত্ম হয়েছেন ও আমাদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন। তার নিস্কন্টক অবদানের জন্যই এই বিশেষ সংবর্ধণা প্রদান করা হচ্ছে। সাবেক সভাপতি ডঃ রোনাল্ড পাত্র বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে জ্যাম্বল পরিবারের সাথে জড়িত এবং আমরা সত্যিই আনন্দিত যে একজন যোগ্য জনকে আমরা সংবর্ধণা জানাতে পারছি। আলোচনার মাঝে মিঃ প্রশান্ত কুমার জ্যাম্বেল রচিত একটি কবিতা আবৃতি করেন মেরী জুলিয়েট রয়। প্রকাশনা সম্পাদক লরেন্স ব্যারেল তার সাহিত্য বিষয় আলোচনায় মিঃ জ্যাম্বেল'র জীবন বৃত্তান্ত ও রচিত আটটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন এবং তার এই নিরলস কাব্যচর্চার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। বার্নোবাস সরকার মিঃ জ্যাম্বেলের প্রশংসা করে বলেন, স্বামী হিসেবে তিনি একজন আদর্শ মানুষ। সুকন্ঠী রিমা গমেজ'র পরিবেশিত গানটি অনুষ্ঠানে বিশেষ দ্যোতনা আনে। প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও সংগঠক আব্দুল কাদের গামা বলেন, সিডনীতে আগমনের পর থেকেই আমরা পারিবারিক ভাবে মিঃ জ্যাম্বেল ও তার পরিবারের সাথে এতোটাই সম্পৃক্ত যে পারিবারিক সদস্য হয়ে গিয়েছি। এছাড়া মিঃ জ্যাম্বল সাংগঠনিক ভাবেও খুব তৎপর ব্যক্তি। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সভাপতি ও বন্ধু ডঃ মোখলেছুর রহমান অশ্রুসিক্ত নয়নে বিগত দিনের স্মৃতিচারণ করেন। এবং জ্যাম্বল পরিবারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে মিঃ প্রশান্ত কুমার জ্যাম্বেল সকল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ খ্রিস্টান ফেলোশিপ অব অস্ট্রেলিয়ার প্রতি বিনম্র কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান। সংগঠনের পক্ষ থেকে মিসেস রয়, ডঃ রোনাল্ড পাত্র, মানিক বাড়ৈ ও জন তাপস কর্মকার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ একতোড়া ফুল, একটি ক্রেস্ট, আজীবন সদস্যপদ সনদ এবং তার প্রকাশিত গ্রন্থে কভার ছবির বাধাঁইকৃত ফ্রেম প্রদান করেন।